০৫-০৬-১৯ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- প্রথমে প্রত্যেককে এই মন্ত্রটি খুব করে পাক্কা করাও যে তোমরা হলে আত্মা, তোমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে, স্মরণের দ্বারা-ই পাপ বিনষ্ট হবে"

প্রশ্নঃ- প্রকৃত সত্য সেবা কি, যা তোমরা এখন করছ ?

উত্তর :- ভারত যে পতিত হয়েছে, তাকে পবিত্র করা- এটাই হল প্রকৃত সত্য সেবা। লোকেরা জিজ্ঞাসা করে তোমরা ভারতের কি সেবা কর ? তোমরা তাদের বলো যে শ্রীমৎ অনুসারে আমরা ভারতের এমন আধ্যাত্মিক (রুহানী) সেবা করি, যার ফলস্বরূপ ভারত ডবল মুকুটধারী হয়। ভারতে যে শান্তি সমৃদ্ধি ছিল, তারই স্থাপনা আমরা করছি ।

ওম্ শান্তি । প্রথম পাঠ হল -বাচ্চারা, নিজেদের সুদৃঢ় ভাবে আত্মা ভাবো (নিশ্চয় করো) অথবা মন্মনাভব। এ হল সংস্কৃত শব্দ। এবারে বাচ্চারা যখন সার্ভিস করে তখন তো সর্বপ্রথমে তাদের অল্ফ পড়াতে হয়। যখন কেউ আসবে তো শিববাবার চিত্রের সামনে নিয়ে যেতে হবে, অন্য কোনও চিত্রের সামনে নয়। প্রথমে বাবার চিত্রের সামনে তাদের বলতে হবে - বাবা বলেন নিজেকে সুদৃঢ় ভাবে আত্মা মনে করে আমি পিতা, আমাকে স্মরণ করো। আমি হলাম তোমাদের সুপ্রিম পিতা, সুপ্রিম টিচার, সুপ্রিম গুরুও । সবাইকে এই পাঠ পড়াতে হবে। আরম্ভ- ই করতে হবে এইখান থেকে। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমি পিতা আমাকে স্মরণ করো, কারণ তোমরা যে এখন পতিত হয়েছ তোমাদের আবার সতোপ্রধান হতে হবে। এই পাঠে সব কথা এসে যায়। সবাই কিন্তু এমন করে না। বাবা বলেন প্রথমে শিববাবার চিত্রের কাছে নিয়ে যেতে হবে। ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা। বাবা বলেন মামেকম্ স্মরণ করো। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো তাহলে ভব সাগর পার হবে। স্মরণ করতে-করতে পবিত্র দুনিয়ায় তো পৌঁছেই যাবে। এই পাঠ মিনিমাম ৩ মিনিট করে বার বার পাক্কা করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করেছ ? বাবা, হলেন বাবাও আবার রচনার রচয়িতাও উনি। রচনার আদি-মধ্য-অন্ত জানেন কারণ তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ। সর্ব প্রথমে তো এই কথা নিশ্চয় করাতে হবে। বাবাকে কি স্মরণ করো ? এই নলেজ বাবা-ই দেন। আমরা বাবার কাছে নলেজ প্রাপ্ত করে তোমাদের প্রদান করি। প্রথমে এই মন্ত্রটি পাক্কা করাতে হবে - নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো তাহলে সনাথ হয়ে যাবে। এই বিষয়েও বোঝাতে হবে। যতক্ষণ এই বিষয়টি বুঝবে না ততক্ষণ এগোবে না। বাবার পরিচয়ের বিষয় নিয়ে দু' চারটে চিত্র থাকা উচিত। তখন এই বিষয়ে খুব ভালো ভাবে বোঝালে তাদের বুদ্ধিতে বসবে - আমাদের শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে, তিনি হলেন সর্ব শক্তিমান, তাঁকে স্মরণ করলেই পাপ বিনষ্ট হবে। বাবার মহিমা তো ক্লিয়ার আছে। প্রথমে এই কথা তো অবশ্যই বোঝানো উচিত - নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে মামেকম্ স্মরণ করো। দেহের সব সম্বন্ধ ভুলে যাও। আমি শিখ, আমি অমুক ..... এইসব ত্যাগ করে একমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে। সর্বপ্রথমে বুদ্ধিতে এই মুখ্য কথাটি বসাও। উনি হলেন পিতা তিনিই পবিত্রতা, সুখ, শান্তির উত্তরাধিকার প্রদান করেন। বাবা চরিত্র শুধরে দেন। তাই বাবার খেয়ালে এই কথাটি এল - প্রথম পাঠ এই ভাবে পাক্কা করানো হয় না, যেটা খুবই জরুরী। এই কথাটি বুদ্ধিতে যত মজবুত করানো হবে ততই স্মরণে থাকবে। বাবার পরিচয় দিতে যদি ৫ মিনিট সময় লাগে, লাগাও কিন্তু তার কম নয়। খুব আগ্রহ সহকারে তারা বাবার মহিমা শুনবে। বাবার চিত্র হল মুখ্য চিত্র। কিউ অর্থাৎ মানুষের লাইন এই চিত্রের সামনে যেন থাকে। বাবার এই সংবাদ সবাইকে দিতে

হবে। তারপরে হল রচনার নলেজ – এই চক্রটি কিভাবে আবর্তিত হয় (পরিক্রমা করে। যেমন মশলা একদম মিহি করা হয় পিষে পিষে । তোমাদের হল ঈশ্বরীয় মিশন, তাই ভালো ভাবে এক-একটি কথা বুদ্ধিতে বসাতে হবে। কারণ বাবাকে না জানার দরুণ সবাই অনাথ হয়েছে। পরিচয় দিতে হবে – শিব বাবা হলেন সুপ্রিম পিতা, সুপ্রিম শিক্ষক, সুপ্রিম গুরু। তিনটি পরিচয় জানিয়ে দিলে সর্বব্যাপীর কথাটি বুদ্ধি থেকে বেরিয়ে যাবে। এই কথাটি সর্ব প্রথমে বুদ্ধিতে বসাও। বাবাকে স্মরণ করতে হবে তবেই তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হতে পারবে। দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে। সতোপ্রধান হতে হবে। তোমরা তাদের বাবার স্মরণ করালে তাতে তোমাদেরও কল্যাণ নিহিত আছে। তোমরাও মন্মনাভব থাকবে।

তোমরা হলে ঈশ্বরীয় বার্তা বাহক (পয়গম্বর) তাই বাবার পরিচয় দিতে হবে। একটি মানুষও এমন নেই যার এই জ্ঞান আছে যে শিববাবা হলেন আমাদের পিতা, টিচার ও গুরু। বাবার পরিচয় শুনলে খুব খুশী হবে তারা। ভগবানুবাচ – মামেকম্ স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের পাপ কেটে যাবে। এই কথাও তোমরা জানো। গীতা জ্ঞানের সঙ্গে মহাভারতের যুদ্ধও দেখানো হয়েছে। এখন তো আর কোনও যুদ্ধের কথা নেই। তোমাদের যুদ্ধ হল বাবাকে স্মরণ করার সময়ে। পড়াশোনা তো আলাদা জিনিস, যুদ্ধ হল স্মরণে, কারণ সবাই হল দেহ-অভিমানী। তোমরা এখন হও দেহী-অভিমানী। বাবার স্মরণে থাকে যারা। সর্ব প্রথমে এই কথা পাকা করাও, উনি হলেন পিতা, টিচার, গুরু। এখন আমরা তাঁর কথা শুনব নাকি তোমাদের কথা ? বাবা বলেন – বাচ্চারা, এখন তোমাদের পুরোপুরি শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্যে। আমরা এই সেবা-ই করি। ঈশ্বরীয় মত অনুযায়ী চলো, তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনষ্ট হবে। বাবার শ্রীমৎ হল এই যে মামেকম্ স্মরণ করো। সৃষ্টি চক্রের কথা যে বোঝানো হয় , সেও তাঁরই মত। তোমরাও পবিত্র হবে এবং বাবাকে স্মরণ করবে তো বাবা বলেন আমি সঙ্গে নিয়ে যাব। রুহানী পান্ডা-ও হলেন বাবা। তাঁকে স্মরণ করা হয় হে পতিত-পাবন, আমাদের পবিত্র করে এই পতিত দুনিয়া থেকে নিয়ে চলো। তারা হল দৈহিক পান্ডা, আর ইনি হলেন রুহানী পান্ডা (আত্মাদের) । শিববাবা আমাদের পড়ান। বাচ্চারা, বাবা তোমাদেরও বলেন চলতে, ফিরতে, উঠতে বসতে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। এতে নিজেকে ক্লান্ত করার প্রয়োজন নেই। বাবা দেখেন – কখনও বাচ্চারা সকালে এসে বসে যায় তো নিশ্চয়ই ক্লান্ত হবে। এটা তো হল সহজ মার্গ। জোর করে বসবে না। ঘুরে ফিরে, প্রাতঃ ভ্রমণ করতে করতে, খুব আগ্রহ সহকারে বাবাকে স্মরণ করো। মনের ভিতরে বাবা-বাবা শব্দটি যেন উথলে উঠতে থাকে। বাবা নামের ধ্বনি তাদেরই উথলে উথলে উঠবে, যে প্রতিক্ষণ বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে। আর অন্য যা কিছু বুদ্ধিতে স্মরণে আছে, সব বের করে দেওয়া উচিত। বাবার সঙ্গে অতি ভালোবাসা ও প্রেম যেন থাকে, ফলস্বরূপ অতিন্দ্রীয় সুখের অনুভব যেন হতেই থাকে। যখন তোমরা বাবার স্মরণে ব্যস্ত হবে তখনই তমোপ্রধান থেকে সতঃপ্রধান হয়ে যাবে। তখন তোমাদের খুশীর কোনো সীমা থাকবে না। এইসব কথার বর্ণনা এখানে হয়, সেইজন্য বলাও হয় – অতিন্দ্রিয় সুখের কথা জানতে হলে গোপ-গোপীকাদের জিজ্ঞাসা করো, যাদের স্বয়ং ভগবান পড়াচ্ছেন।

ভগবানুবাচ – আমাকে স্মরণ করো। বাবার মহিমা-ই বর্ণনা করতে হবে। সদগতির উত্তরাধিকার তো একমাত্র বাবার কাছেই প্রাপ্ত হয়। সবারই অবশ্যই সদগতি প্রাপ্তি হয় । সবচেয়ে প্রথমে সবাই যাবে শান্তিধাম। এই কথাটি বুদ্ধিতে থাকা উচিত যে বাবা আমাদের সদগতি প্রদান করছেন। শান্তিধাম, সুখধাম কাকে বলা হয় – সেই কথা তো বোঝানো হয়েছে। শান্তিধামে সব

আত্মারা বাস করে। শান্তিধাম হল সুইট হোম, সাইলেন্স হোম। টাওয়ার অফ সাইলেন্স। এই চোখ দিয়ে কেউ তা দেখতে পারে না। বিজ্ঞানীদের বুদ্ধি তো এখানে যা চোখে দেখা যায় সেসবেই চলে। আত্মাদের তো এই চোখ দিয়ে কেউ দেখতে পায় না। বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারে। যখন আত্মাদেরই দেখতে পাবে না তখন বাবাকে দেখবে কিভাবে। এই কথাটি বুঝতে হবে, তাইনা। এই চোখ দিয়ে দেখা অসম্ভব। ভগবানুবাচ - আমাকে স্মরণ করো তাহলে পাপ ভস্ম হবে। এই কথা কে বলেন ? পুরোপুরি বুঝতে না পারায় কৃষ্ণের নাম বলে দিয়েছে। কৃষ্ণকে তো অনেক স্মরণ করে। দিন-প্রতিদিন ব্যভিচারী হয়ে যাচ্ছে। ভক্তিতে সর্বপ্রথমে শিবের ভক্তি করা হয়েছিল। সেটা ছিল অব্যভিচারী ভক্তি, তারপরে লক্ষ্মী-নারায়ণের ভক্তি ..... সর্বোচ্চ হলেন ভগবান। তিনি উত্তরাধিকার দেন বিষ্ণু স্বরূপ হওয়ার। তোমরা শিব বংশী হয়ে বিষ্ণু পুরীর মালিক হও। মালা তৈরি হয় তখন, যখন প্রথম পাঠ ভালো ভাবে পড়া হয়। বাবাকে স্মরণ করা মাসীর বাড়ি যাওয়ার মত সহজ কথা নয়। মন-বুদ্ধিকে সব দিক থেকে সরিয়ে এক বাবার দিকে স্থির করতে হয়। যা কিছু চোখে দেখছ সব কিছু থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে নাও।

বাবা বলেন মামেকম্ স্মরণ করো, এতে কনফিউজড হবে না। বাবা এই রথে বসে আছেন, তাঁর মহিমা বর্ণনা করা হয় - তিনি হলেন নিরাকার। এনার দ্বারা তোমাদের ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করানো হয় - তোমরা মন্মনাভব হয়ে থাকো। অর্থাৎ তোমরা সবার উপকার কর। তোমরা রন্ধনের কাজে নিযুক্তদেরও নির্দেশ দাও যে শিববাবাকে স্মরণ করে ভোজন তৈরি করো যাতে যারা খাবার খাবে তাদের বুদ্ধি শুদ্ধ হয়ে যাবে। একে অপরকে স্মরণ করাতে হবে। প্রত্যেকে অল্প মাত্রায় হলেও কিছু সময় স্মরণ করে। কেউ আধ ঘন্টা, কেউ ১০ মিনিট বসে স্মরণ করে। আচ্ছা, ৫ মিনিটও যদি ভালোবেসে বাবাকে স্মরণ করলে তাহলেই রাজধানীতে আসবে। রাজা-রানী সদা সবাইকে স্নেহ করে। তোমরাও ভালোবাসার সাগরে পরিণত হও, তাই সকলের প্রতি ভালোবাসার ভাবনা থাকে। শুধুই ভালোবাসা। বাবা হলেন ভালোবাসার সাগর, অতএব বাচ্চাদেরও নিশ্চয়ই এমন ভালোবাসার ভাবনা থাকবে, তবে সেখানেও এমন ভালোবাসা থাকবে। রাজা-রানীরও অনেক ভালোবাসা থাকে। বাচ্চাদেরও অনেক ভালোবাসা থাকে। অসীমের ভালোবাসা। এখানে তো ভালোবাসার নাম নেই, শুধু রয়েছে মার । সেখানে এই কাম কাটারী রূপী হিংসাও থাকে না, তাই ভারতের মহিমা অপরমঅপার গায়ন আছে। ভারতের মতন পবিত্র দেশ অন্য কোথাও নেই। এই দেশটি হল সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ স্থান। বাবা এখানে (ভারতে) এসে সবার সেবা করেন, সবাইকে শিক্ষা প্রদান করেন। মুখ্য হল পড়াশোনা। তোমাদেরকে অনেকেই জিজ্ঞাসা করে, তোমরা ভারতের কি সেবা কর ? তাদের বলো, তোমরা চাও ভারত পবিত্র হোক, এখন ভারত পতিত তাইনা, তো আমরা শ্রীমৎ অনুযায়ী ভারতকে পবিত্র করি। সবাইকে বলি বাবাকে স্মরণ করো তো পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। এই রূপ আমরা আধ্যাত্মিক (রুহানী) সেবা করি। ভারত যে সর্বোচ্চ ছিল, শান্তি সমৃদ্ধি ছিল, পুনরায় সেই রূপে পরিণত করছি, শ্রীমৎ অনুসারে কল্প পূর্বের মতন, ড্রামা প্ল্যান অনুযায়ী। এই কথা গুলি ভালো ভাবে স্মৃতিতে রাখো । মানুষ চায় বিশ্ব শান্তি হোক। সেই কাজই আমরা করছি। ভগবানুবাচ - বাবা আমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বোঝাতে থাকেন আমি পিতা, আমায় স্মরণ করো। এই কথাও বাবা জানেন তোমরা কেউ ততখানি স্মরণ করো না বাবাকে। এতেই পরিশ্রম আছে। স্মরণের দ্বারা-ই তোমাদের কর্মাতীত অবস্থা আসবে। তোমাদের স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে। এর অর্থ কারো বুদ্ধিতে নেই। শাস্ত্রে কত কথা লেখা হয়েছে। এখন বাবা বলেন যা কিছু পড়েছ সেসব ভুলে যেতে হবে, নিজেকে আত্মা নিশ্চয়

করতে হবে। এই জ্ঞানই সঙ্গে যাবে, আর কিছু নয়। এই হল বাবার পড়াশোনা, এই নলেজ সঙ্গে যাবে। তার জন্যে চেষ্টা চলছে।

ছোট ছোট বাচ্চাদেরও কম ভেবো না। যে বয়সে যত ছোট ততই সুনাম অর্জন করতে পারে। ছোট ছোট কন্যারা বসে বয়স্ক গুরুজনদের বোঝাবে তো কামাল হয়ে যাবে। তাদেরও নিজের মতন পরিণত করতে হবে। কেউ প্রশ্ন করলে যাতে রেসপন্স করতে পারে, এমন ভাবে তৈরি করো। তারপরে যেখানে সেন্টার থাকবে বা মিউজিয়াম থাকবে তাদের সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এমন গ্রুপ তৈরি করো। এই তো সময়। এমন সার্ভিস করো, বয়স্ক গুরুজনদের ছোট ছোট কন্যারা বসে বোঝালে আশাতীত ফল পাওয়া যাবে । কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে তোমরা কার সন্তান ? বলো – আমরা শিববাবার সন্তান। তিনি হলেন নিরাকার। ব্রহ্মা দেহে এসে আমাদের পড়ান। এই পড়াশোনার আধারে আমাদের এমন লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে হবে। সত্যযুগের আদি কালে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল, তাইনা। তাঁদের কে এমন তৈরি করেছেন ? নিশ্চয়ই বিশেষ কর্ম করে শ্রেষ্ঠ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছে, তাইনা। বাবা বসে কর্ম, অকর্ম, বিকর্মের গতি বুঝিয়ে দেন। শিববাবা আমাদের পড়ান। তিনি হলেন পিতা, শিক্ষক, গুরু। অতএব বাবা বোঝান মুখ্য একটি কথাই জোর দিয়ে বোঝাতে হবে। সর্ব প্রথমে অল্ফ, অল্ফ-কে বুঝলে এত প্রশ্ন ইত্যাদি কেউ জিজ্ঞাসা করবে না। অল্ফ না বুঝিয়ে তোমরা বাকি চিত্র গুলি বোঝালে তো তারা মাথা খারাপ করে দেবে। প্রথম কথা হল অল্ফ। আমরা শ্রীমৎ অনুযায়ী চলি। এমনও অনেকে আসবে যারা বলবে অল্ফ-কে বুঝে নিয়েছি, বাকি চিত্র ইত্যাদি দেখার কি প্রয়োজন আছে। আমরা অল্ফ-কে জেনে সব কিছু বুঝে নিয়েছি। খয়রাত পাওয়া হয়ে গেছে, তা নিয়ে চলে যাবে। তোমরা ফার্স্টক্লাস ভিক্ষা দান কর। বাবার পরিচয় দিলেই বাবাকে যত স্মরণ করবে তো তমোপ্রধান থেকে সতঃপ্রধান হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) অতিন্দ্রিয় সুখের অনুভব করার জন্যে স্মৃতিতে বাবা-বাবা শব্দ যেন উথলে উথলে উঠতে থাকে। জোর করে নয়, সহজ ভাবে বাবাকে চলতে-ফিরতে স্মরণ করো। বুদ্ধি সব দিক থেকে সরিয়ে একের প্রতি সুনিশ্চিত করো।

২) যেমন বাবা হলেন ভালোবাসার সাগর, তেমনই বাবার মতন ভালোবাসার সাগর হতে হবে। সবার উপকার করতে হবে। বাবার স্মরণে থাকতে হবে এবং সবাইকে বাবার কথা স্মরণ করাতে হবে।

বরদান :- নষ্ট মোহ হয়ে দুঃখ অশান্তির নাম চিহ্ন সমাপ্তকারী স্মৃতি স্বরূপ ভব

ব্যাখা: যে সদা একের স্মরণে থাকে, তার স্থিতি একরস হয়ে যায়। একরস স্থিতির অর্থ হল একের দ্বারা সর্ব সম্বন্ধ, সর্ব প্রাপ্তির রস অনুভব করা। যে বাবাকে সর্ব সম্বন্ধের আধারে আপন করে স্মৃতি স্বরূপ হয়ে থাকে সে সহজেই নষ্ট মোহ হয়ে যায়। যে নষ্ট মোহ হয় তার কখনও ধন উপার্জনের

ক্ষেত্রে, ধন সুরক্ষিত রাখার ক্ষেত্রে, কারো অসুস্থতার সময়ে .... দুঃখের অনুভব হতে পারে না। নষ্ট মোহ অর্থাৎ দুঃখ অশান্তির নামটুকুও থাকবে না, সদা বেফিকর অর্থাৎ সদা নিশ্চিন্ত।

স্লোগান : – ক্ষমাশীল হয় সে যে করুণাময় হয়ে সকলকে শুভ ভাবনা দান করে ।